১২

প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্ব কৌশল

Corporate Social Responsibility Strategy

মানুষ সামাজিক জীব। তাই সমাজে সকলেই একত্রে বসবাস করে। সমাজের বিভিন্ন পক্ষ প্রত্যেকের উপর কোনো না কোনো ভাবে নির্ভরশীল। যেমন: উৎপাদনকারী, ক্রেতা-বিক্রেতা, প্রতিষ্ঠান, এজেন্সি, মালিক প্রভৃতি। এরা সকলেই সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা। তথাপি সমাজের কল্যাণসাধন করাও এর অঙ্গীকার। সুতরাং সমাজের কল্যাণসাধনের প্রতি প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা ও অঙ্গীকারকে প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্ব বলে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সি,এস,আর (CSR) পালন করা হয় যখন তারা নৈতিক উপায়ে সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিবেচনায় রেখে তাদের ব্যবসায়কে পরিচালনা করে। কৌশলগত সি,এস,আর হলো সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া যে, প্রতিষ্ঠান সামাজিক ইস্যুসমূহে জড়িত হবে কি না এবং সে মতে প্রতিষ্ঠানের সামাজিক এজেন্ডা তৈরি করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কোন কোন ইস্যুর প্রতি দৃষ্টি দেবে এবং তা কী পরিমাণ। সিএসআর কৌশল ব্যবসায় কৌশলের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এটি মানব সম্পদের সাথেও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। কারণ এটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ও বাইরে নৈতিক আচরণ দ্বারা সম্পৃক্ত। এর অর্থ হলো এমনভাবে কার্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন ব্যক্তিগত ও চাকরিগত অধিকারসমূহ সংরক্ষিত হয় এবং মানব সম্পদ পলিসি যেন কর্মীদেরকে ন্যায়সংগতভাবে ব্যবহার করে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১২.১ : সামাজিক দায়িত্ব; কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব ও কৌশলগত সিএসআর-এর সংজ্ঞা; সিএসআর কার্যক্রমসমূহ

পাঠ-১২.২ : সিএসআর-এর যৌক্তিকতা; সি,এস,আর উন্নয়ন কৌশল

পাঠ-১২.১ সামাজিক দায়িত্ব; কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব ও কৌশলগত সিএসআর-এর সংজ্ঞা; সিএসআর কার্যক্রমসমূহ

What is meant by CSR? Strategic CSR, CSR Activities

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- সামাজিক দায়িত্ব, কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব ও কৌশলগত সিএসআর-এর সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- সিএসআর কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্ব বলতে কী বুঝায়?

What is meant by CSR?

মানুষ সামাজিক জীব। তাই সমাজে সকলেই একত্রে বসবাস করে। সমাজের বিভিন্ন পক্ষ প্রত্যেকের উপর কোনো না কোনোভাবে নির্ভরশীল। যেমন: উৎপাদনকারী, ক্রেতা-বিক্রেতা, প্রতিষ্ঠান, এজেন্সি, মালিক প্রভৃতি। এরা সকলেই সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা। তথাপি সমাজের কল্যাণসাধন করাও এর অঙ্গীকার। সুতরাং সমাজের কল্যাণসাধনের প্রতি প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা ও অঙ্গীকারকে প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্ব বলে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিএসআর পালন করা হয় যখন তারা নৈতিক উপায়ে তাদের ব্যবসায়কে পরিচালনা করে। সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিবেচনায় রেখে।

Mc Williams ও তার সহযোগীরা বলেন, "সিএসআর হলো ব্যবসায় কর্তৃক গৃহীত এমন কার্যক্রম যা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের বাইরে সমাজের জন্য কিছু ভালো কাজ।" Porter and Kramar বলেন, "ব্যবসায় ও সমাজকে একত্রে গ্রথিত করার প্রক্রিয়া হলো সিএসআর।" Bartol & Martin বলেন, "সিএসআর হলো প্রতিষ্ঠানের সেইসকল কার্যক্রমের প্রতি দায়বদ্ধতা যেন প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি সমাজের কল্যাণ ও অগ্রগতি সাধিত হয়।"

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সিএসআর এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়-

(i) এটি সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করে;
(ii) এটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের চেষ্টা করে;
(iii) এটি সামাজিক উপাদানসমূহের প্রতি সাড়া দেয়;
(iv) এটি শ্রমিক-কর্মীদের জীবনমান উন্নয়নের চেষ্টা করে;
(v) এটি নৈতিকভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করতে উৎসাহিত করে।

সুতরাং বলা যায় যে, যখন প্রতিষ্ঠান নিজের কল্যাণের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন পক্ষের কল্যাণের জন্য কাজ করে এবং নৈতিকভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে, তাকে সিএসআর বলে।

কৌশলগত সি এস আর

Strategic CSR

কৌশলগত সিএসআর হলো সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া যে, প্রতিষ্ঠান সামাজিক ইস্যুসমূহে জড়িত হবে কি না এবং সে মতে প্রতিষ্ঠানের সামাজিক এজেন্ডা তৈরি করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কোন কোন ইস্যুর প্রতি দৃষ্টি দেবে এবং তা কী পরিমাণ।

Porter and Kramer বলেন, কৌশল হলো সবসময় পছন্দের বিষয় অর্থাৎ বহু বিকল্প থেকে যুৎসই বিকল্প বেছে নেওয়া। তারা আরও বলেন, যে সকল প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে পছন্দ করতে পারে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে সমাজের সমন্বিত উদ্যোগসমূহ, তারাই সফল প্রতিষ্ঠান। তারা বিশ্বাস করেন যে, এটি হলো সিএসআর যেন কোম্পানি সমাজের প্রতি বড় ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এবং এভাবে বড় ধরনের ব্যবসায়িক সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

সিএসআর কৌশল ব্যবসায় কৌশলের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এটি মানব সম্পদের সাথেও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। কারণ এটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ও বাইরে নৈতিক আচরণ দ্বারা সম্পৃক্ত। এর অর্থ হলো এমনভাবে কার্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন ব্যক্তিগত ও চাকরিগত অধিকারসমূহ সংরক্ষিত হয় এবং মানব সম্পদ পলিসি যেন কর্মীদেরকে ন্যায়সংগতভাবে ব্যবহার করে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, কৌশলগত সিএসআর হলো এমন বিষয় যা প্রতিষ্ঠান, সমাজ, পরিবেশ, কর্মীদের পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনমান প্রভৃতি বিবেচনায় রেখে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সামনে রেখে ব্যবসায় পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সিএসআর কার্যক্রমসমূহ
CSR Activities

সামাজিক প্রেক্ষাপটে ও সমাজের মূল্যবোধের আলোকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কিছু দায়বদ্ধতাকে সামাজিক দায়িত্ব বলে। সমাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নতুন কিছু নয়। প্রাচীনকাল থেকেই এটি প্রচলিত। প্রখ্যাত লেখক **H. R. Bowen** বলেন, ব্যবসায়ের যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তার সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করা উচিত। (Business should consider the social implications of their decision) । তাই প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্ব কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বা পক্ষের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকে:

(ক) মালিক পক্ষের প্রতি দায়িত্ব: মালিকগণই প্রতিষ্ঠানের মূলধনের যোগান দেয় ও ব্যবস্থাপকদের নিয়োগ দান করে। তাই মালিকদের সন্তুষ্ট করাই প্রতিষ্ঠানের প্রথম দায়িত্ব। এক্ষেত্রে দায়িত্ব হলো:

১। মূলধনসহ অন্যান্য সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করা;
২। মালিক পক্ষের সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা;
৩। বিনিয়োজিত সম্পদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;
৪। প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উন্নত করা এবং
৫। মালিকের জন্য অধিক মুনাফার ব্যবস্থা করা।

(খ) ভোক্তার প্রতি দায়িত্ব: ভোক্তাগণের অব্যাহত সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। ক্রেতা বা ভোক্তাগণ স্বল্প মূল্যে উন্নত মানের পণ্য প্রত্যাশা করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হলো:

১। পণ্যের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা;
২। পণ্যের মান বজায় রাখা;
৩। ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দসই পণ্য সরবরাহ করা;
৪। পণ্যের মূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে রাখা; এবং
৫। পণ্যের গুণাগুণ ও ব্যবহার সম্পর্কে ক্রেতাদেরকে অবহিত করা।

(গ) শ্রমিক-কর্মীর প্রতি দায়িত্ব: শ্রমিক-কর্মীগণ প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিষ্ঠানের সফলতা তাদের উপর নির্ভর করে। তাই তাদের প্রতি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব রয়েছে। সেগুলো হলো:

১। শ্রমিক-কর্মীদের ন্যায্য মজুরি ও বেতন প্রদান করা;
২। তাদের চাকুরির পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা;
৩। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৪। তাদের কার্যক্ষেত্রে দুর্ঘটনা রোধ করা ও দুর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা; এবং
৫। তাদের অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।
৬। তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৭। শ্রমিক ও পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

(ঘ) কাঁচামাল সরবরাহকারীর প্রতি দায়িত্ব: নিয়মিতভাবে কাঁচামাল সরবরাহ করা না হলে উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হলো:

১। কাঁচামাল উৎপাদক ও সরবরাহকারীদেরকে বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা।
২। কাঁচামাল সরবরাহকারীদেরকে কাঁচামালের ন্যায্য মূল্য প্রদান করা।
৩। যথাসময়ে তাদের পাওনা পরিশোধ করা।

(ঙ) ব্যাংক ও বিমা কোম্পানির প্রতি দায়িত্ব: ব্যাংক ও বিমা কোম্পানির সহযোগিতা ব্যতীত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব নয়। চলতি মূলধন ও ঝুঁকির নিশ্চয়তা ব্যাংক ও বিমা কোম্পানিই দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হলো:

১। ব্যাংক ও বিমা কোম্পানিকে প্রতিষ্ঠানের সঠিক তথ্য সরবরাহ করা।
২। যথাসময়ে ঋণের কিস্তি ও বিমার প্রিমিয়াম পরিশোধ করা।
৩। এদের সাথে চূড়ান্ত বিশ্বাস বজায় রাখা।

(চ) সরকারের প্রতি দায়িত্ব: যে কোনো প্রতিষ্ঠানই সরকারি নীতিমালা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হলো:

১। ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা মেনে চলা
২। আমদানি-রপ্তানি নীতিসহ যে কোনো ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে সরকারকে মূল্যবান পরামর্শ, তথ্য দিয়ে সাহায্য করা।
৩। আয়কর, ভ্যাট ও অন্যান্য শুল্ক যথাসময়ে পরিশোধ করা।

(ছ) জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব: সামগ্রিকভাবে সমাজের মানুষের প্রতি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:

১। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা; যেমন: দূষিত পানি, বর্জ্য, ধোঁয়া ইত্যাদি হতে পরিবেশকে রক্ষা করা।
২। ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৩। দেশের সব ধরনের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৪। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।
৫। জীবনযাত্রার মান উন্নত করে এমন সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত পক্ষের প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান সমাজের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারে। এ সকল পক্ষ যেহেতু সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করলেই সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করা বুঝায়। সুতরাং প্রতিষ্ঠানকে এ সকল দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে সমাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব উপস্থাপন করা যায়:

চিত্র: সামাজিক দায়িত্ব

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ এসআরসিএসআর ও কৌশলগত সিএসআর-এর সংজ্ঞা নিজের ভাষায় লিখুন এবং সিএসআর কার্যক্রমসমূহ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ:

মানুষ সামাজিক জীব। তাই সমাজে সকলেই একত্রে বসবাস করে। সমাজের বিভিন্ন পক্ষ প্রত্যেকের উপর কোন না কোনোভাবে নির্ভরশীল। যেমন: উৎপাদনকারী, ক্রেতা-বিক্রেতা, প্রতিষ্ঠান, এজেন্সি, মালিক প্রভৃতি। এরা সকলেই সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা। তথাপি সমাজের কল্যাণসাধন করাও এর অঙ্গীকার। সুতরাং সমাজের কল্যাণসাধনের প্রতি প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা ও অঙ্গীকারকে প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্ব বলে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিএসআর (CSR) পালন করা হয় যখন তারা নৈতিক উপায়ে সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিবেচনায় রেখে তাদের ব্যবসায়কে পরিচালনা করে। কৌশলগত সিএসআর হলো সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া যে, প্রতিষ্ঠান সামাজিক ইস্যুসমূহে জড়িত হবে কি না এবং সেমতে প্রতিষ্ঠানের সামাজিক এজেন্ডা তৈরি করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কোন কোন ইস্যুর প্রতি দৃষ্টি দেবে এবং তা কী পরিমাণ। সিএসআর কৌশল ব্যবসায় কৌশলের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এটি মানব সম্পদের সাথেও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। কারণ, এটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ও বাহিরে নৈতিক আচরণ দ্বারা সম্পৃক্ত। এর অর্থ হলো এমনভাবে কার্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন ব্যক্তিগত ও চাকরিগত অধিকারসমূহ সংজ্ঞায়িত হয় এবং মানব সম্পদ পলিসি যেন কর্মীদেরকে ন্যায়সংগতভাবে ব্যবহার করে।

পাঠ-১২.২ সিএসআর-এর যৌক্তিকতা; সিএসআর উন্নয়ন কৌশল

Rationale for CSR, Developing a CSR Strategy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- সিএসআর-এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সিএসআর উন্নয়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

সি এস আর এর যৌক্তিকতা

Rationale for CSR

স্বার্থভোগী সম্পর্কে প্রথম কথা বলেন Freeman। তিনি বলেন, ব্যবস্থাপকদেরকে বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থরক্ষা করতে হয়, যেমন: শ্রমিক, ক্রেতা, সরবরাহকারী, স্থানীয় কমিউনিটি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এরা প্রতিষ্ঠানের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবস্থাপকদেরকে শুধু স্বার্থভোগী বা মালিকদের প্রতি দৃষ্টি দিলেই হবে না, সমাজের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। যাই হোক, Porter and Kramar সিএসআর-এর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। সেগুলো হলো:

১। **নৈতিক আবেদন** (Moral Appeal) : কোম্পানির কর্তব্য হলো ভালো নাগরিক হওয়া। প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক ইস্যুগুলো এমনভাবে অর্জন করতে হবে যেন মানুষ ও নৈতিক মূল্যবোধকে সম্মান করা হয়। এছাড়াও, সমাজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিও সম্মান থাকতে হবে।

২। **স্থায়িত্ব** (Sustainability) : সমাজ ও পরিবেশকে দেখাশোনা ও যত্ন করার প্রতি জোর দিতে হবে। এ কারণে বর্তমানের প্রয়োজনটাকে মেটাতে হবে।

৩। **কার্যের অনুমোদন** (Licence to Operate) : ব্যবসায় করার জন্য সরকার, সমাজ ও অন্যান্য স্বার্থ ভোগীদের নিকট থেকে তাৎক্ষণিক অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৪। **সুনাম** (Reputation) : সিএসআর কার্যসূচিকে মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ এটি কোম্পানির সুনাম বৃদ্ধি করে, এর ব্র্যাণ্ডকে শক্তিশালী করে, মনোবলকে চাঙ্গা করে, এমনকি কোম্পানির স্টকের মূল্যও বৃদ্ধি করে।

Hillman and Keim সিএসআর-এর যৌক্তিকতাকে দুটি দিকের ভিত্তিতে তুলে ধরেন:

(i) ব্যবসায়ের নৈতিকতার দিক অর্থাৎ সঠিক কাজটি করতে হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদন কী হবে, তা চিন্তা করে লাভ নেই।

(ii) কোম্পানি প্রাথমিক উদ্যোক্তা বা স্বার্থভোগীদের সাথে সিএসআর কার্যক্রম যুক্ত করে তুলনামূলক সুবিধা অর্জন করতে পারে।

Moran and Ghoshal বলেন, সমাজের জন্য যেটি কল্যাণকর, তা অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের জন্য খারাপ হবে না এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য যা কল্যাণকর, তা অবশ্যই সমাজের বিনিময়ে (Cost to society) নয়। এ বাক্যে অবশ্য কিছুতা হতাশা আছে। কারণ, এতে নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখার সুযোগ রয়েছে। তবে এখানে ভালো করার মাধ্যমে কল্যাণ করার কাজে জড়িত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। Waddocu & Graves বলেন যে, সিএসআর কর্মসূচি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের ফলাফল দেখায়।

সুতরাং বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য অবশ্যই সিএসআর কর্মসূচি প্রণয়ন ও চালিয়ে যেতে হবে। এতে প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ ও পরিবেশ উভয়েরই উন্নয়ন ঘটে।

সি এস আর কৌশল উন্নয়ন

Developing a CSR Strategy

সিএসআর একাডেমির যোগ্যতা কাঠামোয় সিএসআর কৌশল উন্নয়নের ভিত্তি প্রদান করা হয়েছে। সেখানে ৬টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে:

১। **সমাজকে অনুধাবন** (Understanding Society) : এটি অনুধাবন করতে হবে যে, কীভাবে ব্যবসায় বড় পরিসরে কাজ করে এবং এটিও জানতে হবে যে, ব্যবসায় সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকলে সামাজিক ও পরিবেশগত কী প্রভাব পড়ে।

২। **সক্ষমতা উন্নয়ন** (Building Capacity) : ব্যবসায়ের সাথে জড়িত অন্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে যেন তারা ব্যবসায় পরিচালনায় সাহায্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: সরবরাহকারী জানে যে, কোন পরিবেশে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে এবং কর্মীরা তাদের প্রতিদিনের কাজে সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলো প্রয়োগ করতে পারে।

৩। **ব্যবসায়কে স্বাভাবিক প্রশ্ন** (Questioning Business – As - Usual) : ব্যক্তিরা ব্যবসায়কে প্রতিনিয়ত তাদের অধিক টেকসই ভবিষ্যতের জন্য প্রশ্ন করতে পারে এবং জীবনমান উন্নয়ন ও পরিবেশের জন্য কাজ করতে পারে।

৪। **স্বার্থভোগীদের সম্পর্ক** (Stake holders Relations) : এটি অনুধাবন করতে হবে যে, প্রকৃত স্বার্থভোগী কারা এবং কী ঝুঁকি ও সুযোগ উপস্থাপন করে। কাজের ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা ও মতামত গ্রহণ করতে হবে।

৫। **কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি** (Strategic View) : এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, ব্যবসায়ে সামাজিক ও পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করা হয়েছে। কারণ এগুলো ব্যবসায় কার্যসম্পাদনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৬। **বৈচিত্র্যতা আনয়ন** (Harnessing Diversity) : সমাজের সকলেই এক রকম নয়। তারা বিভিন্ন ধরনের। তাই এক্ষেত্রে ন্যায়ানুগ ও স্বচ্ছভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে বুঝতে হবে তাদের প্রতি ব্যবসায়ের শ্রদ্ধা রয়েছে।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য ও নীতির আলোকে সিএসআর কৌশল উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হলে নিচের বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন:

- ব্যবসায় ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে অনুধাবন করতে হবে যেখানে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করবে।
- ব্যবসায় ও মানব সম্পদ কৌশল সম্পর্কে এবং কীভাবে সিএসআর কৌশল সংযুক্ত করা যায় তা জানতে হবে।
- প্রকৃত স্বার্থভোগী কারা (উচ্চ ব্যবস্থাপকসহ) এবং সিএসআর এর প্রতি তাদের প্রত্যাশা কি তা অনুসন্ধান করতে হবে।
- যে সকল ক্ষেত্রে সিএসআর কার্যক্রম চলতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ের আলোকে এর যৌক্তিকতা কী তা চিহ্নিত করতে হবে এবং স্বার্থভোগীদের এর গুরুত্ব মুল্যায়ন করতে হবে।
- প্রতিষ্ঠান ও এর স্বার্থভোগীদের প্রতি সিএসআর কর্মসূচির গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা পরিমাপের উপর ভিত্তি করে কৌশলের অগ্রাধিকার বা গুরুত্ব নির্ধারণ করতে হবে।
- কৌশল প্রণয়ন করতে হবে এবং উচ্চ পর্যায় ব্যবস্থাপনা ও স্বার্থভোগীদের নিকট কেস আকারে প্রেরণ।
- উচ্চপর্যায় ব্যবস্থাপনা ও স্বার্থভোগীদের নিকট থেকে সিএসআর এর অনুমোদনপ্রাপ্তি।
- বিস্তারিত ও নিয়মিতভাবে তথ্য প্রেরণ করতে হবে যে, কৌশল কেন এবং কাদের জন্য।
- সিএসআর কৌশল বাস্তবায়নের জন্য যে দক্ষতার প্রয়োজন, তার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সিএসআর কর্মসূচির কার্যকারিতা পরিমাপ ও মূল্যায়ন করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ সিএসআর এর যৌক্তিকতা ও উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ:

প্রতিষ্ঠান সমাজেরই একটা অংশ। তাই সমাজের বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়। যেমন: শ্রমিক, ক্রেতা, সরবরাহকারী, স্থানীয় কমিউনিটি প্রভৃতি। একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমেই এদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হয়। তবে এক্ষেত্রে নৈতিকতা মূল্যবোধ, পরিবেশের প্রতি যত্নশীলতা, প্রতিষ্ঠানের সুনাম ইত্যাদি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। অপরদিকে, সিএসআর উন্নয়ন করতে হলে কতিপয় বিষয় মনে রাখতে হবে। যেমন: সমাজকে অনুধাবন, সক্ষমতার উন্নয়ন, ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতনতা, স্বার্থভোগীদের সাথে সম্পর্ক, কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজের বৈচিত্র্যতা প্রভৃতি। আরও কতিপয় বিষয় রয়েছে যা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, যেমন: প্রতিষ্ঠানটির কর্মস্থলের ব্যবসায় ও সামাজিক পরিবেশ, ব্যবসায় ও মানব সম্পদ কৌশল কী হবে, প্রকৃত স্বার্থভোগী চিহ্নিতকরণ, সিএসআর কার্যক্রম চলতে পারা স্থানসমূহ, উচ্চ পর্যায় ব্যবস্থাপনার সাথে এ বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ এবং সর্বোপরি সিএসআর কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন।

সহায়ক গ্রন্থ :

- Michael Armstrong. Strategic Human Resource Management, A Guide to Action, 4th Edition, Kogan Roge Limited, 2008, USA.
- Robert L. Mathis, et.al, Human Resource Management, 15th Edition, Cengage Learning, USA, 2017.

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. সামাজিক দায়িত্ব, কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব ও কৌশলগত সামাজিক দায়িত্ব বলতে কী বুঝায়?
২. কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব কার্যক্রমসমূহ আলোচনা করুন।
৩. কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বের যৌক্তিকতা কী?
৪. কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৫. কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব কৌশল উন্নয়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী?